

আমেরিকান তুলাচাষ প্রযুক্তি

জমি নির্বাচনঃ-

তুলাগাছ জমিতে দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না। তাই তুলাচাষের জন্য উপযুক্ত হচ্ছে উঁচু জমি যেখানে বন্যা বা বৃষ্টির পানি ৬-৮ ঘন্টার বেশী জমে থাকে না। গাছের শিকড় বিস্তৃতিতে সুবিধায়ুক্ত উত্তম নিষ্কাশিত মাটি তুলাচাষের উপযোগী। তুলাচাষের জন্য উৎকৃষ্ট হচ্ছে- বেলে দো-আঁশ ও দো-আঁশ প্রকৃতির মাটি। এছাড়াও, এটেল দো-আঁশ ও পলিয়ুক্ত এটেল দো-আঁশ মাটিতে তুলাচাষ করা যায়। অতি অল্প বা অতি ক্ষার উভয় প্রকার মাটি তুলাচাষের জন্য অনুপযোগী। তুলাচাষের জন্য মাটির 'পি এইচ' মান ৬-৭.৫ থাকা ভালো। মাঝারি লবণাক্ততা (৮ ডিএস/মিটার) সম্পন্ন উঁচু জমিতেও তুলাচাষ করা যায়। ছায়ায়ুক্ত স্যাঁতস্যাঁতে জমি তুলাচাষের জন্য পরিহার করতে হবে।

জমি তৈরীঃ-

চাষ দেবার আগেই বিঘা প্রতি ১.০-১.৫ টন গোবর/কম্পোস্ট সার জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। তারপর বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে মাটির জো অবস্থা বুঝে ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল ও ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। বিভিন্ন আবর্জনা ও আগাছা উত্তমরূপে পরিষ্কার করতে হয়। প্রতিকূল পরিবেশে বিনা চাষে ডিবলিং পদ্ধতিতে তুলা বীজ বপন করেও ভাল ফলন পাওয়া যায়।

চারা তৈরী করে রোপনঃ-

উপরে ছাউনির ব্যবস্থা করে কাগজ অথবা পলিথিন প্যাকেটে চারা তৈরী করে ১০-১২ দিন বয়সের চারা মূল জমিতে বপন করা যায়। এভাবে নাবীতে পাট ও আউশ ধান কেটে ঐ জমিতে তুলা বপন করে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

বপন সময়ঃ-

জাত ভেদে তুলার বীজ ১ আষাঢ় থেকে ১৫ শ্রাবণ পর্যন্ত (১৫ জুন থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত) বপনের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। তবে ১৫ ভাদ্র অর্থাৎ ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বীজ বপন করা যেতে পারে। হাইব্রিড জাত আগাম বপন করা উত্তম। উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করা হলে তুলা উঠিয়ে ঐ জমিতে সহজেই বোরো ধান, আলু, গম, ভূট্টা ও সবজির মতো উচ্চমূল্যের ফসল আবাদ করা যায়।

বীজ হারঃ-

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব উফশী ওপি জাতের ক্ষেতের বিঘা প্রতি ১.০ কেজি এবং হাইব্রিড এর ক্ষেতের ৫০০-৬০০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। বীজ বপনের পূর্বে তুলাবীজ ৩-৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে শুকনো মাটি বা ছাই দিয়ে ঘষে নেয়া উত্তম। মনে রাখা দরকার উচ্চ ফলনের জন্য বিঘা প্রতি কমপক্ষে ৩ হাজার গাছ থাকা আবশ্যিক।

বপন পদ্ধতিঃ-

তুলা বীজ সারিতে বপন করতে হয়। সারি উত্তর-দক্ষিণ বরাবর লম্বা-লম্বি করে তৈরী করতে হবে। উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করা হলে সব জাতের ক্ষেত্রেই সারি থেকে সারি ৯০ সেগমিঃ (৩ ফুট বা ২ হাত) এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪৫ সেগমিঃ (১.৫ ফুট বা ১ হাত) বজায় রেখে বীজ বপন করতে হবে। সারি বরাবর মাটি উঁচু করে (ridge and furrow পদ্ধতি) তার উপর বীজ বপন করা উত্তম কারণ এতে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন সহজ হয়, চারা গাছ জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা পায়। ফলে চারা গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। সারির উপর নির্দিষ্ট দূরত্বে আধা ইঞ্চি গভীরে ২-৩ টি বীজ সামান্য মাটির দ্বারা হালকাভাবে ঢেকে দিতে হবে। বীজ মাটির দ্বারা শক্ত করে ঢেকে দিলে অথবা গর্ত করে বেশী গভীরে বীজ দিলে চারা গজাতে অসুবিধা হতে পারে।

সারণী-১৪ঃ বীজ বপন দূরত্ব

মাটির ধরণ	বপন দূরত্ব		
	আগাম (১৫ জুলাই এর পূর্বে)	সঠিক সময়ে (১৫ জুলাই-১৫ আগস্ট)	নাবী (১৫ আগস্টের পর)
বেলে দোআঁশ	১০০ সেমিঃ কম ৬০সেমিঃ	১০০ সেমিঃ কম ৬০সেমিঃ	১০০ সেমিঃ কম ৫০সেমিঃ
দোআঁশ	১০০ সেমিঃ কম ৬০সেমিঃ	১০০ সেমিঃ কম ৬০সেমিঃ	১০০ সেমিঃ কম ৬০সেমিঃ
এটেল দোআঁশ	১০০ সেমিঃ কম ৫০সেমিঃ	১০০ সেমিঃ কম ৬০সেমিঃ	১০০ সেমিঃ কম ৫০সেমিঃ

বীজ বপনোপযোগীকরণঃ-

বীজতুলা জিনিং এর পর তুলাবীজের গায়ে ক্ষুদ্র আঁশ বা ফাজ থাকে। সে জন্য একটি বীজ থেকে অন্যটি সহজে আলাদা করা যায় না। বপনের সুবিধার জন্য তুলাবীজ ৩-৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে তা ঝুরঝুরে মাটি বা শুকনো গোবর অথবা ছাই দিয়ে এমনভাবে ঘষে নিতে হবে যেন আঁশগুলো বীজের গায়ে লেগে যায় এবং একটা হতে অন্যটা সহজেই আলাদা হয়ে যায়। তবে জমিতে পর্যাণ্ড রস থাকলে তুলাবীজ পানিতে না ভিজিয়ে বীজ আলাদা করতে হবে।

সার প্রয়োগঃ-

ভাল ফলন পেতে হলে তুলা ক্ষেত্রে উপযুক্ত সার সঠিক পরিমাণ ও নিয়মমামফিক ব্যবহার করতে হয়। মাটিতে জৈব ও রাসায়নিক উভয় প্রকার সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। জৈব সার ব্যবহারে মাটির জৈব পদার্থ বৃদ্ধি পায়। ফলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ে, অণুজীব এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং অনুখাদ্যের পরিমাণ বাড়ে।

বিঘা প্রতি সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতিঃ-

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/বিঘা)						মন্তব্য
	মোট পরিমাণ	জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ (ব্যাসাল)	পার্শ্ব প্রয়োগ ১ম (বপনের ২০-২৫ দিন পর)	২য় (বপনের ৪০-৫০ দিন পর)	৩য় (বপনের ৬০-৭০ দিন পর)	৪র্থ (বপনের ৭০-৮০ দিন পর)	
ইউরিয়া	২৫-৩০	১.৫-২.৫	২.৫-৩	৭.৫-৯	৭.৫-৯	৫-৬	হালকা বুনটের মাটিতে অধিক ফলনের জন্য প্রতিটি সার বেশী সংখ্যক কিস্তিতে প্রয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।
টিএসপি/ডিএপি	২৫-৩০	১০-১২	-	*৮-৯	*৮-৯	-	
এমওপি	৩০-৩৩	৩-৪	৫-৬	৯-১০	৯-১০	৪-৫	
জিপসাম	১৪-১৬	৪-৫	-	৬-৭	৪-৫	-	
সলুবর বোরণ	২.৫-৩	১-১.৫	১	-	০.৫০	-	
জিংক	২.৫-৩	১-১.৫	১	-	০.৫০	-	
ম্যাগ. সালফেট	২.৫-৩	১-১.৫	১	-	০.৫০	-	
গোবর/কম্পোস্ট	৬০০-৮০০	-	-	-	-	-	
চুন	১০০-১৫০	বীজ বপনের এক মাস পূর্বে	-	-	-	-	অল্প মাটিতে

নোটঃ- বিঘা প্রতি ইউরিয়া সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ সময় তুলার জাত, প্রয়োগ পদ্ধতি, মাটির উর্বরতা শক্তি এবং উক্ত সময়ের আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে নিরূপণ করতে হবে। গাছের ৪০ দিন এবং ৬০ দিন বয়সে টিএসপি সারের পরিবর্তে ডিএপি সার পার্শ্ব প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ইউরিয়া সার বিঘা প্রতি ৫-৬ (১৮%) কেজি কম ব্যবহার করতে হবে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতিঃ-

ব্যাসাল সার বীজ বপনের জন্য তৈরী নালায় অথবা পৃথক নালা কেটে প্রয়োগ করতে হবে। পার্শ্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে সারি থেকে ৫-৬ সেমিঃ দূরে নালা কেটে সার প্রয়োগ করে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। একবার সারির যে দিকে পার্শ্ব প্রয়োগ করা হবে পরবর্তিতে তার বিপরীত দিকে পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে। ব্যাসাল সার প্রয়োগ কোন কারণে সম্ভব না হলে তা চূড়ান্ত চারা পাতলাকরণের পর পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে। উল্লেখ্য, তুলা ফসলে ফুল ধারণ পর্যায় হতে অধিক হারে খাদ্য গ্রহণ শুরু করে যা বোল ধারণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

ফলিয়ার স্প্রেঃ-

গাছের বয়স ৫০-৬০ দিনের পর থেকে ১০০ দিন পর্যন্ত ১০-১৫ দিন অন্তর অন্তর ৩ থেকে ৪ বার মাত্রানুযায়ী ফলিয়ার স্প্রে প্রয়োগ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে ইউরিয়া অথবা ডিএপি সার ২% হারে (প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া/ডিএপি সার), এমওপি সার ১% হারে (প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম এমওপি সার) এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট যেমন সলুবর বোরণ, জিংক সালফেট ০.১০-০.১৫% হারে (প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০-১৫ গ্রাম) পানিতে ভাল করে মিশিয়ে গাছের পাতায় স্প্রে করলে গাছে বোল সংখ্যা বেশী ও বড় হয় ফলে অধিক ফলন পাওয়া যায়।

কম্পোস্ট/গোবর সার প্রয়োগঃ-

হেক্টর প্রতি ১২.৫ টন কম্পোস্ট সার, ২.৫ টন ভার্মি কম্পোস্ট/পোষ্ট্রি বিষ্টা অথবা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৫-৬ টন পাঁচ গোবর সার জমিতে ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে। তুলার ফলন বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নের জন্য জৈবসার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। কুইক কম্পোস্ট/ভার্মি কম্পোস্ট তৈরীর পদ্ধতি অনুসরণ করে সহজেই কম্পোস্ট সার তৈরী করা যায়।

সবুজ সার প্রয়োগঃ-

ধৈধগা ও শন-পাট সবুজ সারের জন্য উপযুক্ত। তুলার জমিতে জৈষ্ঠ্য মাসের প্রথম সপ্তাহে ৫০ কেজি/হেঃ সবুজ সারের বীজ বুনতে হয় এবং ৪৫-৫০ দিন পরে জমিতে চাষ দিয়ে সবুজ অবস্থায় ধৈধগা বা শন-পাটের গাছ মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। গাছগুলি মাটিতে পঁচে মিশে যাবার পর তুলাবীজ বপন করতে হয়।

জাত নির্বাচনঃ-

তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ১২টি তুলার জাতের মধ্যে বর্তমানে ৫টি উচ্চ ফলনশীল তুলার জাত এবং বেসরকারী পর্যায়ে ২টি সীড কোম্পানি কর্তৃক আমদানিকৃত হাইব্রিড জাত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষাবাদ করা হচ্ছে। জাতগুলোর তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য প্রদত্ত হলো:-

সারণী-১৬ঃ জাত নির্বাচনের তথ্যঃ-

জাত	১ম ফুল ফোটার দিন (৫০%)	১ম বোল ফোটার দিন (৫০%)	প্রতি গাছে বোল সংখ্যা	বোলের ওজন (গ্রাম)	গাছের গড় উচ্চতা সে:মি:	বীজ তুলার ফলন টন/হে.	জীবন কাল (দিন)	জিও টি (%)	আঁশের দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি)	আঁশের মসৃণতা মাইক্রোনিয়ার	আঁশের শক্তি পিএসআই
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সিবি-৫	৫১	১২২	৪৭	৫.১	১৩৩	১.৭৫-২.০০	১৮০-১৯৫	৪০.০০	১.১৩	৪.৪	৮৫.১৯
সিবি-৮	৬৮	১২৪	৩৫	৪.০	১০৫	১.৫-২.৫	১৮০-১৯৫	৩৫.০০	১.০৮	৪.৩	৮৪.৭০
সিবি-৯	৫২	১১৯	৪৪	৫.৮	১০৬	২.০০-২.৫০	১৯০-২০০	৩৫.৭৫	১.১০	৪.৫	৮৪.১৪
সিবি-১০	৪৫	১১৪	৪২	৫.৫	১২৬	১.৭৫-২.০০	১৫০-১৬০	৩৪.০০	১.১১	৪.২	৮৫.৩২
সিবি-১১	৪৭	১১২	৪৩	৫.৭	১০৬	২.১-৩.৫	১৭০-১৮০	৩৫.০০	১.১৪	৪.৪	৮৭.৪১
সিবি-১২	৪৮	১০০	৪০	৫.৫	১৩০-১৪৫	৩.৩-৪.৫	১৬৫-১৭৫	৪০.০০	১.১০-১.১৪	৩.৯	৮৩.০০
সিবি-১৩	৪৮-৫৫	১১৫-১২০	৩৫-৪০	৬-৬.৫	১৩০-১৪০	৪.৫	১৭০-১৮০	৪২	১.১৬	৪.০০	৮৪.১৯
সিবি-১৪	৪৮-৫৩	১১৫-১২০	৩৫-৪৫	৫.৫-৬	১৩৫-১৪৫	৪.৫	১৭৫-১৮৫	৩৮.৫-৩৯.৫	১.২০	৩.৭-৩.৮	৮৫.০৫
রূপালী-১ হাইব্রিড	৫০-৫৫	১২০	৭০	৪.৫-৫.০	১২০-১৩০	৩.০-৩.৫	১৬০-১৭০	৪০ এর বেশী	১.২১	৪.৩	৯০.০০
ডি.এম-১ হাইব্রিড	৫০-৫৫	১২০	৬৮	৪.৫-৫.০	১২০-১৩০	৩.০-৩.২	১৬০-১৭০	৪০ এর বেশী	১.২৭	৪.৩	৮৯

অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহঃ-

সিবি-৫ঃ- জাতটির পাতা কিছুটা শুয়াযুক্ত বিধায় জ্যাসিড পোকাকার আক্রমণ প্রতিরোধী। তবে বোলওয়ার্ম ও ব্লাইট রোগের প্রতি সংবেদনশীল। জাতটি উচ্চ জিওটি সম্পন্ন। এ জাতটি যশোর অঞ্চলের বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলায় চাষাবাদের উপযোগী।

সিবি-৯ঃ- জাতটি কিছুটা শুয়াযুক্ত বিধায় জ্যাসিড প্রতিরোধী। বোল সাইজ বড় এবং উচ্চ ফলনশীল। তুলা চাষের আওতাধীন অধিকাংশ জেলায় চাষের জন্য উপযোগী। জাতটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ মেয়াদী। গাছের গঠন দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে, ফলে অধিক বাড়ে গাছ ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

সিবি-১০ঃ- জাতটি অপেক্ষাকৃত আগাম। এ জাতটি অন্যান্য ফসল অর্থাৎ সাথী ফসলের সাথে চাষাবাদ সুবিধাজনক। আগাম বপন করলে এ জাতের তুলা ফসল উঠিয়ে নাবী গম, ভূট্টা, আলু প্রভৃতি রবি ফসল চাষ করা যায়। যশোর ও রংপুর অঞ্চলের জেলা সমূহে চাষের উপযোগী।

সিবি-১১ঃ- জাতটি আগাম। এ জাতের পাতা ওকরা জাতীয় এবং লিফ এরিয়া কম। পোকা মাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধী হওয়ায় ফসল উৎপাদন খরচ কম। ফলন বেশি। জাতটি উত্তরাঞ্চলে চাষাবাদের জন্য উপযোগী।

সিবি-১২ঃ- জাতটি আগাম। রোগ প্রতিরোধী তবে বোল রটের আক্রমণ কিছুটা হতে পারে। জ্যাসিড ও এফিডের আক্রমণ হলেও চর্বনকারী পোকা (যেমনঃ বোলওয়ার্ম, স্পটেড বোলওয়ার্ম এবং স্পোডোপটেরা) এর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। জাতটি উচ্চ ফলনশীল। ফলন বেশি (৩.৩-৪.৫) যশোর অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য উপযোগী।

রূপালী-১ হাইব্রিডঃ- গণচীনে উদ্ভাবিত হীরা হাইব্রিড রূপালী-১ এর জীবনকাল ১৬৫-১৭০ দিন, জিওটি ৪১%, আঁশ মিহি, লম্বা ও মজবুত, আগাম জাত, ডাল ভেঙ্গে পড়ে না, স্পটেড বোলওয়ার্ম এর আক্রমণ খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না, ১০০% বোল থেকে তুলা পাওয়া যায়। সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক বাজারজাত হচ্ছে। বিঘা প্রতি ফলন ১৪-১৫ মণ। (সূত্রঃ সুপ্রিম সীড লিঃ)

ডি.এম-১ হাইব্রিডঃ- জাতটি গণচীন থেকে আমদানী করা হয়েছে। জীবনকাল ১৫০-১৫৫ দিন, জিওটি ৪২% এর বেশী, ডাল ভেঙ্গে পড়ে না, আঁশ মিহি, লম্বা ও মজবুত স্পটেড বোলওয়ার্ম এর আক্রমণ তেমন একটা পরিলক্ষিত হয় না। জাতটি লাল তীর কোম্পানী কর্তৃক বাজারজাত করা হচ্ছে। ফলন বিঘা প্রতি ১৪-১৫ মণ (সূত্রঃ লাল তীর সীড লিঃ)

হরমোন স্প্রেঃ-

গাছের ফুল, ফুঁড়ি ও বোল সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ৫০-৬০ দিন বয়সের পর থেকে ৭-১০ দিন পর পর ৩-৪ বার হরমোন যেমন গ্লানোফিট্র/ফ্লোরাইড ইত্যাদি গাছের পাতায় প্রয়োগ করা হলে অধিক ফলন পাওয়া যায়। গাছের পাতা সবুজ রাখার জন্য সালফার সার প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যাঃ-

(১) শূণ্যস্থান পূরণ (গ্যাপ ফিলিং)ঃ-

বীজ বপনের ৭-৮ দিনের মধ্যে যে সব হিলে (গর্তে/মাদায়) চারা গজায় নাই সে সকল মাদায় বা তার পার্শ্বে পুনরায় বীজ বপন করতে হবে। বীজ বপনের সময় জমির কিনারায় কিছু অতিরিক্ত বীজ বপন করে বাড়তি চারা উৎপাদন করলে পরবর্তীতে উক্ত চারা দ্বারা সহজেই গ্যাপ ফিলিং করা যায়। চারা উঠিয়ে গ্যাপ ফিলিং বৃষ্টি বা মেঘলা দিনে করা উত্তম।

(২) চারা পাতলা করণ ও আগাছা দমনঃ-

চারা গজানোর ১০ দিনের মাথায় প্রতি মাদায় ২টি এবং ২০ দিনের মধ্যে প্রতি মাদায় ১টি করে সুস্থ সবল চারা রেখে বাকী চারা তুলে ফেলতে হবে। চারা পাতলা করণের সময় হাত/কাঁচি/কোদাল দ্বারা আগাছা দমন করতে হবে। গাছে পুরোদমে ফুল না আসা পর্যন্ত অর্থাৎ বপনের ৬০-৭০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। আগাছানাশক ব্যবহার করেও আগাছা দমন করা যেতে পারে, তবে আগাছানাশক নির্বাচন এবং এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

(৩) গোড়া মাটি দ্বারা বেঁধে দেয়াঃ-

বীজ বপনের ৪০ দিন পর ১ম বার অর্থাৎ ২য় ইউরিয়া সারের পার্শ্ব প্রয়োগের সময় এবং আবার বীজ বপনের ৬০ দিন পর ২য় বার অর্থাৎ ৩য় ইউরিয়া সারের পার্শ্ব প্রয়োগের সময় গাছের গোড়া মাটি দিয়ে ভাল করে বেঁধে দিতে হবে। কোদাল দ্বারা দু'সারির মাঝের মাটি টেনে গাছের গোড়া বাঁধার কাজটি করা যেতে পারে। ফলে গাছ সহজে ঢলে পড়বে না এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশন ও মাটিতে পরিমিত রস ধরে রাখা সহজ হবে।

(৪) সেচ ও নিষ্কাশনঃ-

উপযুক্ত সময় (৩০ জুলাই এর মধ্যে) বীজ বপন করলে তুলা ফসলে কদাচিৎ সেচের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। কিন্তু নাবীতে বপন করার কারণে যদি নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে জমিতে রস কমে যায় তবে ১/২টি হালকা সেচের প্রয়োজন হতে পারে। তুলার জমিতে বোল ফাঁটা শুরু করা পর্যাপ্ত যাতে পরিমিত রস থাকে তা নিশ্চিত করা দরকার। সাধারণত গাছের বয়স ৫ মাস হলে আর সেচ দেয়া উচিত নয়, এতে ফসল নাবী হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত থাকবে।

তুলা গাছ কোন বয়সেই জমে থাকা পানি ২-৩ দিনের বেশী সহ্য করতে পারে না। চারা অবস্থায় পানি নিষ্কাশনের দিকে অধিক নজর দিতে হবে, তা না হলে গাছের গোড়াপঁচা রোগ হওয়ার আশংকা থাকে। জমি সবসময় ভিজা, স্যাঁতসেঁতে থাকলে গাছের কুঁড়ি, ফুল ও ফল বারে যায়। এরূপ অবস্থায় জমি থেকে অতিরিক্ত পানি অপসারণের মাধ্যমে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) অঙ্গ ছাটাই ও ডগা কর্তনঃ-

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখা যায় যে, তুলা গাছের গোড়ার দিকে ১-২টি অংগজ শাখা কেটে দিলে গাছের উপরাংশের ফলধারী শাখা-প্রশাখার বিকাশ ও বৃদ্ধি ভাল ঘটে। আলো বাতাসের চলাচল বাড়ে এবং রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয় ফলে ফলন বৃদ্ধি পায়।

(৬) রগিং বা অবাধিত জাতের গাছ তুলে ফেলাঃ-

যে জাতের তুলাচাষ করা হয় সে জাত ভিন্ন অন্য জাতের তুলা গাছকে 'রগ' বা অবাধিত জাতের গাছ বলে। অবাধিত জাতের গাছগুলো ফুল ফোটার পূর্বে তুলে ফেলাকে 'রগিং' বলে। জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য 'রগিং' অতি জরুরী।